**উত্তাল শৈশবের দিনপঞ্জিকা**

**অলক দত্ত**

১  
শুরু হয়েছে অয়নের অবসর জীবন। কর্মজীবনের ব্যস্ততা ভুলে ততোধিক সুন্দর ইস্পাতনগরীর বাগান ঘেরা বাংলো ছেড়ে অয়ন ফিরে এসেছে তার পিতৃপুরুষের ভিটেয় - বরানগরে। স্বাভাবিক ভাবেই বদলে গেছে তার দৈনন্দিন প্রাত্যহিক কাজের ধারা। ক্লাবের জিম, সুইমিং পুল আর সাটেল কোর্টের বদলে এখন রোজ ভোরে অয়নের বিচরণ গঙ্গার পাড়ে। সেদিন হঠাৎ গঙ্গা পাড়ের এক বন্ধু বল উঠল,  -- " মনে আছে আজ সেই বারোই আগস্ট। " অয়ন -- " তাতে কি হল?" বন্ধু  -- " আজকের দিনেই তো একাত্তর সালে খুন হয় কংগ্রেস নেতা নির্মল চ্যাটার্জ্জী।" মুহূর্তে অয়নের ফ্ল্যাশব্যাকে ভেসে আসে তার শৈশবের সেই বিভীষিকাময় অধ্যায়। আক্ষরিক অর্থেই অয়নের শৈশব বিদ্রোহী কবি সুকান্তের কলমে " অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।"

বেশ মনে পড়ে ওদের এলাকায় শুরু হয়ে গেছিল সেই অসম সংগ্রামের ভয়ংকর পরিণতির বিপ্লব যখন অয়ন সবে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। নতুন করে দেশ গড়ার বিপ্লব ঠিকানা নিয়েছিল এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে।  
দিকে দিকে  বিপ্লবীদের সগর্ব ঘোষণা --- এই স্বাধীনতা মিথ্যা। শিক্ষাব্যবস্হা ভ্রান্ত আর পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়াড়। তাই ওরা দিয়েছে আবার নতুন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক।

ক্লাসের ফাঁকে অয়নরা তখন বিভোর এক নতুন সূর্যোদয়ের কল্পনায়। শিশুমনে বরানগর স্বাধীন করার স্বপ্নে। এখন ভাবলেও হাসি পায় তখন ওরা রীতিমতো কষত এই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র,  ট্যাঙ্ক, যুদ্ধবিমান আর রাইফেল গুলির হিসাব। আর তৈরী করত বরানগরের পার্লামেন্ট, মন্রীসভা, প্রধানমন্ত্রী মায় রাষ্ট্রপতি নিজেদের মধ্য থেকে। সে সবই ছিল শিশু মনের স্বাধীনতার নকশা।

পাড়ার এক অর্দ্ধচেনা নবীন যুবক মনিদা হয়ে উঠেছিল অয়নের চোখের মণি। অল্প কয়েকদিনেই নানান গল্প,  ধাঁধা আর ম্যাজিক শিখিয়ে অয়নের খুব কাছের। হঠাৎ একদিন সকালে স্কুল যাওয়ার পথে গলির মোড়ের চায়ের দোকানের সামনে সেই মনিদাই উল্টে পরে আছে। চারপাশে চাপচাপ রক্ত। শোনা গেল সকালে মনিদা যখন চা খেতে এসেছিল কারা যেন ওকে গুলি করে পালিয়েছে। ছেলেদের নাকি কাঁদতে নেই। তাই অয়নের কষ্টটা তখন গলার কাছে দলা পাকিয়ে। পা চলছে না। ওর ক্লাসের আর এক বন্ধু ওর হাত ধরে টান মেরে নিয়ে চলল স্কুলের  দিকে। পথে কানে ফিসফিস " এখানে দাঁড়াস না। জানিস না ও নকশাল?" অয়নের অভিধানে এই শব্দের অর্থ তখন খুব পরিষ্কার নয়। তবে জানা গেল এরাই সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী। তবে কার বিরুদ্ধে এবং কি কারণে এই সংগ্রাম সেটা সে পর্যায়ে অয়নের কাছে ছিল দুর্বোধ্য।

২  
এর মধ্যেই অয়ন আরও একটু বড় হয়ে তৃতীয় শ্রেনীর ছাত্র। ততদিনে অয়ন জেনেছে ওদের ছোট্ট দেড়শ ঘরের পাড়াটাই বরানগরের একমাত্র নকশাল পাড়া। আশেপাশের পাড়ার লোকের চোখে তখন ওদের পাড়ার প্রতি  রীতিমতো সম্ভ্রম। ভয়ে বা ভক্তিতে। বরানগরের বুকে ওদের পাড়াটা তখন যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। ওদের পাড়ার উত্তর পূর্ব থেকে ওদের ঘিরে পেছনের পশ্চিম অব্দি সি পি এম। আর দক্ষিণে কংগ্রেস। ওদের তখন অ্যাকশন মানেই বাম (সিপিএম) বনাম অতি বাম (নকশাল)। অ্যাকশনে পেছোতে হলে নকশালদের জন্য খোলা দক্ষিণের ডান (কংগ্রেস)  এলাকা। এটাও অদ্ভুত। বামের শত্রু অতি বাম আর ডান। আর ডানের বন্ধু অতি বাম। সত্যিসত্যিই অয়নের কাছে ঘেঁটে ঘ।

বিপ্লব আরও তীব্র হচ্ছিল। চতুর্দিকে গুলি বোমার শব্দ,  বারুদের গন্ধ আর আর্তনাদ। ঐ উত্তাল ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র ওদের পাড়া। শান্ত সিন্ধ সমাহিত - মহাদেবের মত। কোনো ঝগড়া মারামারি চুরি ছিনতাই ডাকাতি তখন এ পাড়ায় ছিল অকল্পনীয়।  এতে অয়নের বিভ্রান্তি আরও গভীর। ও ভাবে নকশালরা যদি সত্যিই খুব খারাপ হবে তবে ওদের পাড়ার পরিবেশ এত সুন্দর  কিভাবে।

এর মাঝেই এক সন্ধ্যায় ওদের নয়নের মণি ওদের পাড়ার নকশাল নেতা অক্ষয়দা লাশ হয়ে  ফিরল। সকালের অ্যাকশনে বোমার আঘাতে আহত হয়েছিল পাড়ার মোড়ের ডাক্তার বাড়ির বৌমা। অক্ষয়দাই তাকে নিয়ে দৌড়েছিল ক্যালকাটা মেডিকেল। নিশ্চয়ই পেছনে ধাওয়া করে পুলিশের চর। ওখান থেকেই ওকে ধরে এনে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর উল্টেদিকের দীঘির ধারের মাঠে ওকে মুক্তির কথা বলে পেছন থেকে দ্রাম দ্রাম। এনকাউন্টার। সারা পাড়া সেদিন ছিল নিস্তব্ধ নির্বাক। অক্ষয়দার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ানো শোকস্তব্ধ নানান অবয়বের ছায়া শরীর। পিন পড়লেও তখন শোনা যেত।

অয়ন এখন ক্লাস ফোরে। ঐ স্বাধীনতা না শ্রেণী সংগ্রাম তখন তুঙ্গে। আরও ভয়াবহ। আরও তীব্র। প্রতিদিনই আঘাত আর মৃত্যুর সংবাদ। অবশেষে আক্রান্ত  ওর স্কুল। প্রবলে শব্দে আছড়ে পরল দু দুটো বোম ওরই ক্লাস রুমের জানলার ঠিক ওপরে। ঝনঝন শব্দে টুকরো ওদের কাঁচের জানলা। ছুরি খেল দারোয়ান আর হোস্টেল সুপার কাম প্রাইমারীর এক সেকশন হেড। পুড়ে গেল ওর সাধের গল্পের বইয়ের " এরিয়া " লাইব্রেরি। ভাঙা হল ফিজিক্স ল্যাবরেটরী। কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটারীতে আগুন লাগার আগেই ওদের হেডস্যার মহারাজ ওদের বাবা বাছা বলে থামিয়ে নিজের রুমে বসে জল খাইয়ে পুলিশ ডেকে ওদের হস্তান্তর করল। শুনে অবাক হবেন এত কান্ড ঘটিয়েছিল মাত্র দুজনে। তাও আবার তারা এই স্কুলেরই ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র। পরে জানা গেল আরও আশ্চর্যজনক তথ্য। নকশাল মতবাদ নয় আসল কারন ছিল হোস্টেলে মাছের পিসের সাইজ ছোটো হয়ে যাওয়া। উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে। আর হ্যা ঠিক এভাবেই জনগনকে ভুল বুঝিয়ে শেষ করা হয়েছিল সেই সত্তরের নকশাল আন্দোলন। যা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

স্কুল বন্ধ হল। এক অত্যুৎসাহী মাস্টারমশাই ওদের বৃত্তি পরীক্ষার ক্লাস নেওয়া শুরু করলেন স্কুলের মন্দির চাতালে। সেখানেও নকশাল আক্রমণ। স্যারের সাইকেলের হাওয়া কেউ বার করে দিল। স্যার নকশাল বললেও এ ঘটনাও সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। অবশেষে ওদের পাড়ায় আর এক বন্ধুর সংকীর্ণ বারান্দা হয়ে শেষ অব্দি ক্লাস চলল অয়নদের বাগানে। গোড়া বাঁধানো  নিমগাছের বেদিতে শিক্ষক আর নীচে চাটাই পেতে শিষ্যরা। রীতিমতো গুরুকুল।

স্কুলের সাথেই বন্ধ হল স্কুলের খেলার মাঠগুলো। ওগুলো তখন বরানগরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আগত আধা মিলিটারীদের দখলে। একটু উঁচু ক্লাসের বড় ছাত্রদের খেলতে নিলেও অয়নদের কোনো খেলার সুযোগ নেই। অগত্যা শুরু হল নতুন খেলা নকশাল - পুলিশ। রোজ দুপুরে গুলতির ঢেলা বানিয়ে আর বিকেলে পথে আরও ইঁটের টুকরো আর স্টোনচিপস নিয়ে পকেট ভরে ওরা পৌঁছে যেত স্কুল ক্যাম্পাসে। সেখানে দুদলে ভাগ হয়ে পাথর ছুঁড়ে চলত স্কুলের কোনের দিকে অবস্হিত বারো কল ওলা ট্যাঙ্কটা দখলের লড়াই।  এ খেলার কোনো সমান্তরাল খেলা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় নি। আর ঐ খেলায় অর্জিত কপালের কাটা দাগটাই অয়নের পাসপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় চিরস্থায়ী সনাক্তকরণ চিহ্ন।

৩  
বৃত্তি পরীক্ষার পর অয়নকে পাঠানো হল অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ এলাকা আহিরীটোলায় ওর পিসির বাড়িতে। কিন্তু সে এলাকাও তখন বেশ অশান্ত। পরে পাওয়া চোদ্দআনা উত্তর কলকাতার ঐ পুরনো দিনের ভাড়াবাড়িতে তখন প্রায় গোটা ফুটবল টিম। দিনের বেলায় বাড়ির তিন কন্যার সাথে বালতি বাজিয়ে গান আর সন্ধ্যে হলেই বোমের শব্দ গোনা। আর একটু রাতে বোমাবাজির শেষে গলির মোড়ে ট্রাম লাইনের কাছে সদলে দৌড়ে গিয়ে পুলিশের ছোঁড়া টিয়ারগ্যাস খেয়ে হাসি মুখে চোখের জলে স্নান করে ফেরা। সে ও ছিল ঐ বিচিত্র সময়ের ততোধিক অদ্ভুত  খেলা। এই ঘটনার খবর বাড়ি পৌঁছতেই অয়ন ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। পুনর্মুষিক ভব।

অবশেষে সেই বারোই আগস্ট। যার পরের বাহাত্তর ঘন্টা আজও বাংলার ইতিহাসের এক চরম ঘৃণ্য বর্বরোচিত কলঙ্কময় অধ্যায়। বেলা বারোটার মধ্যেই দাবানলের মত ছড়িয়ে পরল বরানগরবাসীর অতি পরিচিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই কংগ্রেস নেতার মৃত্যু সংবাদ। সুকৌশলে নকশালপন্থী দের দেগে দেওয়া হল সেই খুনের অপরাধী করে। যদিও তার মৃত্যুতে নকশাল দের কোনো লাভ তো ছিলই না বরং ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল বহু গুন। আর লাভের সম্ভাবনা ছিল ষোলো আনা সেই কংগ্রেস নেতার যে পরের ভোটে টিকিটও পেত না নির্মলবাবু বেঁচে থাকলে। তাই এক ঢিলে অনেক পাখি শেষ  আর সরকারের পরম প্রাপ্তি সেই শ্মশানের শান্তি। সত্যি সত্যিই অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি।

বেলা বাড়ার সাথে সাথেই অয়নদের বাগানের ওপর দিয়ে দৃশ্যমান দক্ষিণের আকাশ হল লাল। বিকেলের দিকে সেই লাল রং আরও গভীর আরও ব্যাপক যার রেশে অয়ন এখনও সিঁদুরে মেঘ দেখলে চমকে ওঠে। কাশীপুর মানে যেখানে খুন হয় সেদিকটা তখন দাউদাউ করে জ্বলছে। আর দক্ষিণের পালানোর কংগ্রেস করিডর বন্ধ হয়ে অয়নদের পাড়ার তথাকথিত  নকশাল যুবক কিশোরের দল তখন ইঁদুরকলে বদ্ধ।

সেদিন সন্ধ্যায় অয়নের পাড়া ছিল থমথমে। আর অয়নের মা ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কারন অয়নের বাবা অফিস থেকে ফিরবে ঐ দক্ষিণ দিক দিয়েই। বাবা শেষ অব্দি ফিরেছিলেন অনেক রাতে সুস্হশরীরেই। রাত যত গভীর হয় পাড়ার পরিবেশ ততই নিঃঝুম নিঃশব্দ। পরদিন ভোরেই বোঝা গেল সেই শান্ত আবহাওয়া ছিল আসলে ঝড়ের পূর্বাভাস।

পরদিন সকাল থেকেই ভেসে এল মুহুর্মুহু হিংস্র ভয়াবহ হুঙ্কার আর অনর্গল গুলি-বোমার শব্দ। চারদিক থেকে ঘিরে ধরে প্রধান দু দলের দুষ্কৃতিদের প্রবেশ বন্যার জলের মতো সেই পাড়ায় যেদিকে এতদিন ওরা চোখ তুলে তাকাতেও সাহস পেত না। ফল অবশ্যম্ভাবী। নকশালপন্থীদের অসহায় আত্মসমর্পণ। একটা স্বপ্নের অপমৃত্যু।

বেলা ন' টা নাগাদ অয়ন তখন বড় বাইরে। বাতাসে ভেসে এল নকশালপন্থী ইঞ্জিনিয়ার করুণাদার করুন আর্তনাদ, "জল, জল, মেজদা একটু জল।" ঐ মর্মান্তিক আওয়াজে অয়নের বাহ্য বন্ধ।  সেটা বন্ধই ছিল পরের সেই কুখ্যাত বাহাত্তর ঘন্টা। সেই তিনদিন বাংলার নির্লজ্জ প্রশাসন মুখ লুকিয়ে ঢুকে পড়েছিল কোন অজানা গর্তে। টিকি মেলেনি কোনো পুলিশ কিংবা বীরপুঙ্গব মিলিটারির। আর বাংলার দুই যুযুধান প্রধান শরীক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চালিয়েছিল এক নৃশংস নরসংহার। ঠেলায় চাপিয়ে শয়ে শয়ে লাশ নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দিল গঙ্গার বুকে। যার বিচার এখনও সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে সব শাসকই।

৪  
এ গল্পের শেষ অঙ্কে ধ্বংস হল অয়নের সাধের বাগান। কাটা পড়ল সেই বিশালাকার নিমগাছ।  কিছু কাল আগে এই অস্থির পরিবেশ ছেড়ে দূর গ্রামে অয়নের  মায়ের বাগানবাড়িতে ঘর তুলে ওখানেই উঠে যাওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলন শেষ। বরানগর আবার শান্ত। তাই ঠিক হল ঐ বাড়ি না বানিয়ে ওই টাকায় তৈরী হবে নতুন ঘর অয়নের বাগানে। তাই বাগান সাফ। এদিকে সেই বাহাত্তর ঘন্টার খুনের নায়করা তাদের সাফল্য চেটেপুটে উপভোগ করতে তখন মাঝ মধ্যেই আসত ওদের গলিতে যেখানে যাওয়ার কথা ভাবলে আগে ওদের শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত বইত। প্রায়ই বিকেলের দিকে অয়নের মা যখন পাশের বাড়ির শিক্ষিকা পিসিমনির সাথে সান্ধ্য চায়ের আসরে ওরা আসত আর বলত " নিমগাছটা মরে গেল। জল দিতে পারলেন না?" শেষে বাবাকে জানিয়ে ওদের পার্টির নেতাদের ধমক দেওয়ায় বন্ধ হয়েছিল সেই ডায়লগ।

যবনিকা পতনের আগে আর একটা ছোট্টো ঘটনা। সেই বাহাত্তর ঘন্টার একটা বড় সময় ধরে দুটো লাশ পড়েছিল ওদের দুটো বাড়ি পরেই। ওর তিন বছরের ছোটো বোন কোন ফাঁকে দেখেও এসেছিল। তাই বছরখানেক বাদে পাশের বাড়ির ঠাকুমা মারা যেতে ওর বোন বলে উঠেছিল, "মরে নি এখনও। রক্ত বেরোয় নি তো।"

এসব অয়ন আজও ভোলে নি।  ভুলতে পারে না তার সাধের বাগানের সেই নিমগাছটাকে আর ঐ অসভ্য বর্বর হিংস্র ভয়াবহ জঘন্য নোংরা প্রশ্নটাকে।

আর মনে পড়ে কিশোর কবির সেই কালজয়ী লেখা, "এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম, অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম!"

অতঃ নিমগাছটা মুড়লো। অয়নের কথা ফুরলো। আর একটা গোটা প্রজন্মের সমস্ত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কদের মুছে ফেলে  বাংলা হারালো তার প্রতিবাদ প্রতিরোধের ভাষা চিরকালের মত।